মসুল শহরে

শোভন শামস্

ইরাকে অবস্থান কালীন সময়ে মসুল শহর দেখার জন্য অনুমতি চাইলাম। বাগদাদ থেকে উত্তরের সবচেয়ে বৃহত্তর প্রদেশ হচ্ছে নিনেভে। এর রাজধানী শহর হচ্ছে মসুল। বাগদাদ থেকে চার শ' কি.মি. উত্তরে। বর্তমানে যোগাযোগ হচ্ছে রেল ও সড়ক পথে। বাগদাদ থেকে রাস্তা মসুল হয়ে চলে গেছে সিরিয়া ও তুরস্কের পথে। ইরাকের উত্তরাংশের তিনটি প্রদেশ অর্থাৎ ইরবিল,ডহুক ও সোলায়মানিয়া দিকের বেশির ভাগ রাস্তা শুরু হয়েছে মসুল থেকে। ইরাকের কিছু কিছু প্রদেশে বেড়াতে গেলে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নিতে হয়। আমরা ধর্ম মন্ত্রনালয়ের অনুমতি চাইলাম। মসুল শহরে অনেক নবীর মাজার এবং হযরত জর্জিস (আঃ) এর মাজারে রসুল (সাঃ) এর দাঁড়ি মোবারক সংরক্ষিত আছে। মুসলমান হওয়ার সুবাদে অনুমতি মিলল। ধর্ম মন্ত্রনালয় থেকে আমাদেরকে একজন লিয়াজোঁ অফিসার দিল।

হযরত ইউনুছ (আঃ) এর মাজার, মসুল

মসুল ইরাকের একটা অন্যতম প্রধান শহর। এই শহরে বেশ কিছু তেলক্ষেত্র আছে এবং নিয়মিত উত্তোলন হচ্ছে এসব ক্ষেত্র থেকে। হযরত জর্জিস (আঃ) এর মাজার মসুলের পুরানো এলাকায়। নতুন শহরের মত এর রাস্তাঘাট চওড়া না, তবে গাড়ী চলে। এলাকাটা তেমন উন্নত না মানুষও তেমন নেই। গাড়ী থেকে নেমে গলি পথে হেঁটে হেঁটে মসজিদের দিকে গেলাম। গলির দুপাশে ছোট ছোট ঘর। পরে জানলাম এসব জায়গায় আগে ইরাকের ইহুদীরা থাকত। তাদের থাকার জায়গা গুলোও কেমন যেন সুরক্ষিত। এখন এরা ইরাক থেকে চলে গেছে। তাই দরিদ্র জনগন এসব জায়গায় দখল করে নিয়েছে। ইনি বনি ইস্রাইল বংশীয় নবী। আগেকার দিনে নবীদের মাজার গুলো ইহুদী উপাসনালয় বা সিনাগগ এর মত। ত্রিশুলের মত সলাকা ছিল। বর্তমানে তা মসজিদ এবং ত্রিশুল এর একটা শলাকা বাদ দিয়ে চাঁদের আকৃতি দেয়া হয়েছে তা বুঝা যায়। মসজিদ বেশ বড় অনেক লোকজনের নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা অজু করে ভিতরে প্রবেশ করলাম। লিয়াজোঁ অফিসার মসজিদের কেয়ারটেকার এর সাথে কথা বলল। তালা দিয়ে সীল করে রাখা একটা আলমারিতে রসুল (আঃ) এর দাঁড়ি মোবারক সযত্নে রাখা। আমাদেরকে সিল খুলে দেখালো। একটা কাঁচের শিশির মধ্যে এয়ার টাইট অবস্থায় একগোছা দাঁড়ি মোবারক দেখলাম, সুবহানাল্লাহ। মেহেদীর রং এর মত স্বচ্ছ। আমরা দু রাকাত নফল নামাজ পড়লাম। তারপর নবীর সমাধি দেখতে গেলাম। কবর এখন অনেক নীচে চলে গেছে। এক সময় এটা পানির নীচে ডুবে গিয়েছিল,এখন পানি সরিয়ে তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একসময় ইহুদীরা এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করত। জীবনে প্রথম বারের মত একজন নবীর মাজার যেয়ারত করার সৌভাগ্য হলো, আমিন।

এরপর আমরা নিমরদ শহর দেখতে গেলাম। এটা অনেক প্রাচীন শহর। অ্যাসিরিয়ানরা এর পত্তন করেছিল। সম্রাট আসুর নাসুর পাল এটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বর্তমানে এটা

ধ্বংস প্রাপ্ত নগরী। অনেকে বলে নমরুদ এখানে ছিল কেউ আবার বলে এই নমরুদ কোরআনের সেই নমরুদ না। বেশ কিছু বিশাল সিংহজাতীয় মুর্তি এখানে আছে । তা ছাড়া ভাংগা ও ধ্বংস হওয়া নগরীর চিহ্ন এখানে আছে । পর্যটকদের জন্য এখানে লিফলেট পাওয়া যায় এ শহরের তথ্য সমৃদ্ধ। আমরা একটা লিফলেট কিনলাম। দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল । ফোরাত নদীর পারে একটা রেস্তোরাতে গেলাম খাবার খেতে । নদীর পারে পানির কিনার ছুঁয়ে অসংখ্য রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে উন্মুক্ত আকাশের নিচে টেবিল-চেয়ার পেতে খাবারের ব্যবস্তা। এসব রেস্তোরাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে, বিশেষভাবে তৈরী মাছ, আগুনে পুড়িয়ে মাছ রোস্ট করে দেয় এখানে বলে মাসগুফ। লিয়াজোঁ অফিসারকেও আমাদের সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলাম । চিকের টিক্কা কোক ও রুটি দিয়ে দুপুরের খাবার খেলাম। খাবার শেষ করে হযরত ইউনুস (আঃ) এর মাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । হযরত ইউনুস (আঃ) এর কথা আমরা অনেক গল্পে ও কোরানের মাধ্যমে জেনেছি । আজ সেই নবীর মাজার যিয়ারত করার সৌভাগ্য হলো । পাহাড়ের চুড়ায় হযরত ইউনুছ (আঃ) এর মাজার। স্থানীয় লোকেরা বলে নবী এ ইউনুস (আঃ) গাড়ী দিয়ে ঘুরে ঘুরে মাজার প্রাঙ্গনে গেলাম। বিশাল চত্তর বেশ বড় এলাকা নিয়ে মসজিদ ও মাজার। অনেক লোকজন ভিতরে আছে। দোয়া দরুদ পড়ছে বাহির থেকেও অনেক মুসলিম পর্যটক এই মাজার যিয়ারত ও মসজিদে নামাজ পড়তে আসে। পহাড়ের চুড়ায় বলে এখান থেকে মসুল শহরটাকে দেখা যায় বেশ সুন্দর ভাবে। আজকের দিনটা আমার কাছে বেশ স্মরণীয়। কারণ মুসলমান হিসেবে পুর্ববর্তী নবীদের মাজার দেখার সৌভাগ্য আল্লাহপাক আমাকে দিলেন। মাজার গুলো দেখতে দেখতে ছবি তোলার কথা ভুলে গেলাম কেন যেন । দোয়া দরুদ ই মুখ্য হয়ে উঠল তখন । এরপর আমরা হযরত দানিয়েল (আঃ) ও হযরত শীষ (আঃ) এর মাজার দেখতে গেলাম। হযরত দানিয়েল (আঃ) এর মাজার খোলামেলা । মসজিদের সামনে পাকা উঠানের মত খোলা এলাকা । লোকজন তেমন নেই । কেউ কিছু বলতেও পারে না । লিয়াজোঁ অফিসার আমাদেরকে বলে দিল । এই মাজার সংরক্ষণের কি ব্যবস্থা তা জানতে পারলাম না। তবে তেমন যে ভালভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না তা বুঝা যায় । ভেতরে ৪/৫ জন লোক উনারা হয়ত দেখাশোনার দায়িত্বে । এরপর হযরত শীষ (আঃ) এর মাজারে গেলাম। উচ্চরনে একটু ভিন্নতা থাকলেও বুঝতে পারলাম এটা শীষ (আঃ) এর মাজার। অনেক পুরানো মাজার পাশেই মসজিদ। লোকজন তেমন একটা নেই। লোকালয় থেকে একটু দুরে বলেও মনে হলো। স্থানীয় অধিবাসীরা হয়ত দেখতে দেখতে এখন আর তেমন আসে না। আসলে গোটা ইরাক ই ইসলামী সভ্যতার তীর্থভূমি তাই সারা ইরাক জুড়ে শত শত পয়গম্বর শুয়ে আছেন। আজকের দিনটা শেষ হচ্ছিল অনেক আনন্দ নিয়ে। আমাদেরকে ফিরতে হবে আমাদের শহরে। কিন্তু কোন তাড়া অনুভব করছিলাম না। এক বছর ইরাক অবস্থানে যদিও বিভিন্ন প্রসিদ্ধ জায়গাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আজ মনে হচ্ছিল একটা ঐতিহাসিক দিন। আল্লাহতায়ালা পয়গম্বর পাঠিয়ে মানুষকে সোজা পথে চলার জন্য হেদায়েত করেন।আমরা সেই পুণ্যভূমি থেকে অনেক দুরের বাংলাদেশের মানুষ হয়েও আল্লাহতায়ালা সৌভাগ্য দিলেন। তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাজার ও মসজিদ দেখার ও তাঁদের জন্য দোয়া করার এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে। আমিন ।

শোভন শামস, ঢাকা, ১৬/০৬/২০১১

শোভন শামসের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকামারুন